Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-IV, July 2024, Page No.226-239
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

উত্তর-আধুনিক ভাবনায় লোকসংস্কৃতির নগরায়ন: প্রসঙ্গ লাভপুর ব্লকে প্রচলিত ভাদুগান

ড. তাপস কয়াল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শম্ভুনাথ কলেজ, লাভপুর, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Nothing can be measured in a single container in the course of evolution that civilization has taken since its birth and continues to do so. Due to the various needs of human society, this evolution has made the known to unrecognizable. Folk culture is the main carrier of our primitive social culture; which traces its roots back to the past, today its existence is waning in a very inconsistent manner. It has evolved into different flavours as well as tastes; It also flows in a different stream; As a result of gradual modernization, the uneducated, rude and rural society has shifted towards the educated, polite, tasteful for entertainment. And adding to that, modern sounds, cutting-edge perspectives urban society and above all cutting-edge equipment; As a result, their original tone is being lost. So, the immediate objective of our essay is how, to what extent, changed or unchanged folk culture has linked up with urban life; Analysing it in a post-modern way of fieldwork; As a text of analysis, we have selected Bhadu or Bhadugan, a popular folk festival in Labpur block of Birbhum district.

Keyword: Folk culture, primitive, social culture, modernization, rural society, urban society, human society, fieldwork.

ইংরেজি urbanization শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ 'নগরায়ন'; নগর ও অয়ন দুটি শব্দের সন্ধি সংযুক্তিকরণে উৎপত্তি। 'নগর' শব্দটি [সং.নগ ধাতু+র] থেকে উৎপত্তি, যার অর্থ শহর। আর 'অয়ন' শব্দটির অর্থ হল পথ; আবার, 'নগর' ও 'শহর' শব্দ দুটি সমার্থক অর্থেই ব্যবহার হয়। গ্রিক, মেসোপটেমিয়া, মহেঞ্জদরো এবং হরপ্পা সভ্যতার যুগে এই নগর সভ্যতার উন্মেষ, তা আমরা ঐতিহাসিক তথ্যানুসারে নিশ্চিত। তবে আমরা এখানে ভূতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিকদের মতে 'নগরায়ন' এর যে ব্যাখ্যা; সেদিকে দৃষ্টিকে বিরত রেখে সাহিত্যের ভাবনায় নগরায়নকে দেখার চেষ্টা করবো। অন্যদিকে, ইংরেজি 'folklore' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ 'লোকসংস্কৃতি'; লোকসাহিত্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হিসাবে পরিচিত। 'লোক' ও 'সংস্কৃতি' দুই শব্দের সমাসবদ্ধ রূপই হল 'লোকসংস্কৃতি'। এখানেই সেই জিজ্ঞাসা এ লোক'র অবস্থান কোথায়? বা এরা কোথাকার লোক? এবং এই সংস্কৃতিইবা কাদের সংস্কৃতি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, সমগ্র পৃথিবী পৌরাণিক ভাবনায় তিন ভাগে বিভাজিত,- সর্গ, মর্ত্য এবং পাতাল; আর এই তিনের অভ্যন্তরে সাত ভূবনের অবস্থান- যথা, 'ভূলোক, ভূবলোক, স্বলোক, মহলোক, জনলোক, তপলোক এবং সত্যলোক'[১] প্রভতি লোকের মধ্যে ঐ 'লোক' কোন লোকে অবস্থিত তা আমাদের কাছে প্রশ্নচিহ্নে থেকে যায়। আবার, 'folklore' শব্দটি 'folk' এবং 'lore' শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। 'folk' এর

আভিধানিক অর্থ 'লোক'; অবশ্যই এই 'লোক' এক বা দুই ব্যক্তিবিশেষকে নয়; এক বা একাধিক জনগোষ্ঠীকে বোঝায়। যারা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে, সমাজের রীতি-নীতি, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, আনন্দ-উৎসব প্রভৃতি একিই ভাবে মেনে চলতে অভ্যস্ত, তাদেরকে folk বা লোক বা জনসাধারণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই 'folk' বা 'লোক' এর সাথে সাত ভূবনে অবস্থিত 'জনলোক' এর গভীর সম্পর্ক আছে বলে মনে হয়! 'জনলোক' শব্দটিও 'জন' ও 'লোক' শব্দদ্বয়ের সংযোগে উৎপত্তি। আর এই 'জন' [সং. জন ধাত+অ] শব্দটির অর্থ লোক বা সাধারণ লোক। অন্যদিকে, 'Lore'এর আভিধানিক অর্থ বিদ্যা বা জ্ঞান; কিন্তু এখানে তার আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করলে চলবে না। 'lore' বলতে তার আভিধানিক ভিন্নার্থ 'জাতিগত ঐতিহ্য' বা 'পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্য'কে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ জাতিগত ঐতিহ্যকে আমরা লোকসাধারণের 'সংস্কৃতি' বলে অভিহিত করতে পারি; তবে এই অভিসন্দর্ভে নগরায়ন ও লোকসংস্কৃতি নিয়ে কোনো তাত্ত্বিক আলোচনার পরিসর নেই; আমাদের প্রবন্ধের আশু উদ্দেশ্য লোকসংস্কৃতি কীভাবে, কতটা, পরিবর্তিত হয়ে বা অপরিবর্তিত ভাবে নগর জীবনের সঙ্গে যোগসূত্র তৈরি করেছে; তা উত্তর-আধুনিক ভাবনায় ক্ষেত্রসমীক্ষা পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা। তাই বিশ্লেষণী পাঠ হিসাবে আমরা বীরভূম জেলার লাভপুর ব্লকে প্রচলিত লোকউৎসব ভাদু বা ভাদুগানকে নির্বাচন করেছি।

সভ্যতা, তার আদিমাবস্থা থেকে সময়ের তালে তালে যে বিবর্তনের পথ ধরে এগিয়েছে এবং যেভাবে এগিয়ে চলছে, তাতে একক আধারে তার কোনো কিছুকেই পরিমাপ করা সম্ভব নয়। মানব সমাজের নানান প্রয়োজনে এই বিবর্তন চেনাকে অচেনা করে দিয়েছে। আমাদের আদিম সমাজ সংস্কৃতির মূল ধারক লোকসংস্কৃতি, যা অতীতকাল থেকে শিকড়ের সন্ধান দিয়ে চলেছে, আজ তার অস্থিত্ব অত্যন্ত অসংগত ভাবে ধীরে ধীরে ক্ষীণ হচ্ছে। বিবর্তিত হতে হতে তা যেমন রুচি-চাহিদা মতো ভিন্ন স্বাদে পরিণত হয়েছে, তেমনি প্রবাহিত হয়েছে ভিন্ন ধারায়। লোকসংস্কৃতি ধীরে ধীরে আধুনিকীকরণের ফলে অশিক্ষিত, অভদ্র, গ্রাম্য সমাজের সঙ্গ ছেড়ে বিনোদনের জন্য পাড়ি দিয়েছে শিক্ষিত, ভদ্র, রুচিশীল শহুরে সমাজের দিকে। এবং তার সাথে যুক্ত হচ্ছে অত্যাধুনিক সরঞ্জাম, ফলে হারিয়ে যাচ্ছে তার আদিম সুর। যা ছিল একটি গোষ্ঠীর ঐতিহ্য, তা এখন হয়েছে সার্বিক। অত্যাধুনিক সরঞ্জামের সাথে যুক্ত হয়েছে সাম্প্রতিক নানা ঘটনা। আদিম সুর যন্ত্র (ট্রাডিশনাল ফোক ইনস্ট্রুমেন্ট) সারিন্দা, ব্যানা, ঢোল, করতাল, বাঁশি, একতারা, দোতারা, হারমোনিয়াম, তবলা, কাঁসি, ঠমক, এর পরিবর্তে গিটার, ম্যান্ডোলিন, কি-বোর্ড ইত্যাদির মতো উন্নত বিদেশী মিউজিক যন্ত্র ব্যবহার হচ্ছে লোকসংস্কৃতির মঞ্চে। এই পরিবর্তনে নিজেদের শিকড়কে ধরে রাখা নিয়ে লোকঐতিহ্যের বাহক লোকসমাজ আজ বহু প্রশ্নের মুখোমুখি। এ প্রসঙ্গে আমরা মানভূম অর্থাৎ পুরুলিয়াকে কেন্দ্র করে; বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর রাচি, হাজারীবাগ, বীরভূমে প্রচলিত ভাদু উৎসব এবং ভাদুগান কতটা প্রাসঙ্গিক তা আলোচনা করতে পারি।

ভাদুগানের গূঢ় অভিপ্রায়ে প্রবেশের আগে ভাদুকেন্দ্রিক যে লোককথা, লোকবিশ্বাস বা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে; সেই ইতিহাস আমাদের জানার আবশ্যকতা আছে। বলা হয়, পুরুলিয়ার কাশীপুরের পঞ্চকোটের রাজা নীলমণি সিংহদেও'; তাঁর জন্ম '(১৮২৩ খ্রিঃ)', কবি মধুসূদন দত্ত জীবনসায়াহ্নে ওই রাজার কাছে কাটিয়েছিলেন এবং পঞ্চকোটরাজ ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহে যোগদানও করেছিলেন; ইতিহাস তার সাক্ষ্যবহন করে। তবে তাঁর সম্পর্কে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তা হলো,- রাজার (নীলমণি সিংহদেও) তৃতীয় কন্যা ভদ্রাবতী। যদিও এই তথ্য নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট সন্দেহ ও মতান্তর আছে; তবে এটাও প্রচলিত যে তাঁর তিন রাণী দশ সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। লোককথায় রাজা এবং

রাজপরিবার সম্পর্কে এরকম নানান মতপার্থক্যের প্রচলনের আছে। তবে অধ্যাপক শ্রীসুধীর কুমার করণ, তাঁর 'সীমান্ত বাঙলার লোকযান' গ্রন্থে বলেছেন,-

"ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য পর্বের কথা। পঞ্চকোটের নতুন রাজধানী কাশীপুরে উৎসবের হৈ-হুল্লোড় পড়ে গেল। রাণী একটি কন্যারত্ন প্রসব করেন। ফুটফুটে চাঁদের আলোর মতো চেহারা। সে সৌন্দর্যের তুলনা হয় না।... প্রজাদের হৃদয়দেশকে আলোকিত করে তুলল রাজকন্যা ভদ্রেশ্বরী, - ভাদুরাণী।"[২] গানের মধ্যেই ভাদুর সেই আত্মপরিচয় পাওয়া যায়, -

"শুনুন মধুর বাণী
ভাদুর গানে জানাবো আজ ভাদুর কাহিনি-
মদন রাজা ভাদুর পিতা, ওগো পদ্মাবতী জননী।
মানভূম জেলাই জন্ম ভাদুর
ভাদু যে রাজনন্দিনী"

রচয়িতা- (গণপতি ঘোষ, লাভপুর, বীরভূম)

আবার,

"কাশীপুরের রাজার বিটি সোনার খাটে বসন
রূপার খাটে চরণ দিয়া হীরায় দাঁত ঘষণ।"[৩]

ভাদু রূপে যেন সাক্ষাৎ দেবীমূর্তি। তার রূপ ও গুণের কথা শুধু কাশীপুর নয়, আশপাশের থেকে দূরদূরান্ত পর্যন্ত সকল প্রজা এবং সাধারণের জানা। সময়ের তালে তালে ভদ্রেশ্বরীর শরীরে বয়ঃসন্ধির ছাপ স্পষ্ট হওয়ায় রাজা তার জন্য উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করেন। প্রচলিত আছে, বর্ধমানের রাজপুত্রের সাথে তার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়; বিয়ের রাত্রে বর এবং বরযাত্রীদের ডাকাত দলের হাতে মৃত্যু হয়। এই সংবাদ পাওয়ার পর রাজকন্যা শোকে চিতার আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করে। আবার শোনা যায়, এই ভদ্রেশ্বরী বা ভাদুরাণী বীরভূমের হেতমপুরের রাজকন্যা। যার সাথে বর্ধমানের রাজপুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়; বিয়ের রাত্রে ইলামবাজারের কাছে অবস্থিত চৌপাহাড়ীর শালবনে ডাকাতদের হাতে রাজপুত্রের মৃত্যু হলে, ভদ্রাবতী তার সঙ্গে সহমরণে যায়। গানে প্রচলিত আছে,-

"ভাদুর বিয়ে ঠিক হলো গো,
ওগো বর্ধমানে তাই শুনি,
রাজার কুমার পাত্র হবে,
খুশি তাই ভাদুমনি।।
বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি গো
ওগো বিবাহের দিন হলো শুনি,
পালকি চড়ে আসে পাত্র সঙ্গে রক্ষী বাহিনী।
চৌপাহাড়ী বনে এলো গো
ওগো বাজ পড়িল তখনি,
বনের মাঝে রাজ কুমারের
ঘটিল যে প্রানহানি।।

রাজকুমারের সৎকার হলো গো
ওগো জ্বলে চিতার আগুনি,
সেই আগুনে ভাদুমনি(২) হলো অনুগামিনী- শুনুন...।"

(গণপতি ঘোষ, লাভপুর,বীরভূম)

ভাদুরাণীর মৃত্যু যেন অন্ধকার গ্রাস করলো রাজবাড়ীর আনন্দ জ্যোৎস্নাকে। এই ঘটনায় রাজপরিবারের সাথে সাথে সমগ্র প্রজাবর্গরাও শোকে স্তব্ধ; একমাত্র চোখের জল তাদের সঙ্গী। প্রিয় কন্যা ভদ্রেশ্বরী,- ভাদুরাণীকে নিয়ে রাজা বিনয়ের সঙ্গে ঘোষণা করেন,-"ঘরে ঘরে বাঁচিয়ে রাখা হোক ভাদুরাণীকে। গানে গানে জীবিত করা হোক ভদ্রেশ্বরীকে। উৎসবের মধ্যে দেবী করা হোক ভাদুকে। সমস্ত রাজ্যের দেবী কন্যা হয়ে সকলের বুক জুড়ে সে থাকুক।"[৪] প্রজা সকল রাজার বিনম্র অনুরোধকে আদেশ হিসাবে নতমস্তকে গ্রহণ করে। ফলত রাজকন্যা হয়ে উঠলো সকল প্রজার স্নেহের কন্যা রূপে; প্রথমেই ভদ্রেশ্বরীর অনুরূপ ভাদুমূর্তি নির্মাণ করা হলো। গানে বলা হয়েছে,-

"রাজকুমারী ভাদুমনির বিবাহ না হইল
ভাদুর স্মৃতি রক্ষার তরে (রাজা) মূর্তি গড়িল-(২)
(আকুল) গোবলা ক্ষেপা ভাদুর চরণ (২) সিঁদুরে রাঙায়।"

(গণপতি ঘোষ, লাভপুর,বীরভূম)

যদিও মূর্তি নিয়ে নানান মতান্তরও আছে; মূর্তির সাথে সাথে শুরু রাজকীয় ঘরানায় ভাদুগান রচনার পালা, এবং তাতে যুক্ত হলো দেশীয় যন্ত্রের তালিম। রাজাও ভাদু পূজা শুরু করেছেন, সে চিত্র ভাদুগানে ধরা পড়েছে, -

"কাশীপুরের মহারাজ সে করে ভাদু পুজা।
সন্ধ্যা হলে ঝারল বাজে থালায় জিলিপি খাজা।।"[৫]

তবে রাজবাড়ীর ভাদু রাজবাড়ীর চৌহদ্দি পেরিয়ে দুলে, বাগদী, বাউরি থেকে শুরু করে সাধারণ প্রজার মধ্যে দেবীরূপে প্রতিষ্ঠা পায়। এবং মানভূম থেকে ধীরে ধীরে তা বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর রাচি, হাজারীবাগ, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে ভাদুপূজা থেকে ভাদু উৎসবে পরিণত হয়। অধ্যাপক শ্রীসুধীর কুমার করণ, তাঁর 'সীমান্ত বাঙলার লোকযান' গ্রন্থে বলেছেন,-"টুসু গানের অনুকরণে জন্ম নিলো ভাদু গান। টুসু পরবের অনুকরণে অনুষ্ঠিত হলো সারা ভাদ্র মাস ধরে ভাদুপরব।"[৬] ভাদ্র মাসের প্রথম দিন থেকে ভাদ্র সংক্রান্তির আগের দিন পর্যন্ত গানের মহড়া চলে, এবং জাগরণের রাত্রে ভাদুমূর্তি স্থাপন করে সুখ, দুঃখ, আনন্দ গানের মধ্যদিয়ে সবাই ভাদুকে স্মরণ করে, পরের দিন সংক্রান্তিতে পূজা সম্পন্ন হলে, ভোরে ভাদুমূর্তি বিসর্জন দিয়ে ভাদুপরব শেষ করা হয়। লোকসাধারণের বিশ্বাস চার যুগেই (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি) ভাদু দেবী ছিলেন, সেই বিশ্বাসে পৌরাণিক দেবী হিসাবে কল্পনা করে ভাদুগান বাঁধা হয়েছে,-

"চারযুগেই ভাদু তুমি তোমার চেনা দায়
শরৎকালে এলে ভাদু এই বাংলায়।
সত্য যুগে ছিলে ভাদু নারায়ণের পাশে
লক্ষী নামে চিহ্ন (চিনি) ভাদু তুমি ভাদু রে।

ত্রেতা যুগে তুমি ভাদু জনক রাজার মেয়ে
সীতা নামে চিহ্ন ভাদু ভাদু রে।
দ্বাপর কালে ভাদু হলে রাধা।
কলিকালে এলে ভাদু মদন রাজার ঘরে।।[৭]

এছাড়া ভাদুকে কেন্দ্র করে যে গান বাঁধা হয়েছে, তা শাক্ত পদাবলীর উমা, মেনকা এবং হিমালয়কে বারবার মনে করিয়ে দেয়। সন্তানকে না পাওয়া বা হারানোর যেমন যন্ত্রনা আছে; তেমনি সন্তানের আগমনের সংবাদে সকলে আনন্দে আত্মহারা। ভাদুর আগমনে তা ধরা পড়েছে, -

"ভাদুর আগমনে-
কি আনন্দ হয় গো মোদের প্রাণে
ভাদুর আগমনে।
ভাদু আজ এলো ঘরে গো,
এলো গো শুভদিন।"[৮]

আবার, বিজয়াতে দেখা যায়, -

"প্রাণে ধৈর্য ধরে-
প্রাণের ভাদু বিদায় দি কেমনে।
সারা বছর কেঁদে কেঁদে গো পেয়েছি বছর পরে
সুখের হাট ডুবাই কেমনে বিপদেরি সাগরে।"[৯]

ভাদু রাজবাড়ী ছেড়ে এখন বাগদী ঘরে জন্ম নিয়েছে; তাই বাগদীর মেয়ে হয়ে তার তো মাছ ধরতেই হয়। বাঁধা হলো গান, -

"কাশীপুরের রাজার বিটি বাগদী ঘরে কি কর।
হাতের জালি কাঁখে লয়ে সুখ সায়রে মাছ ধর।।
মাছ ধরনে গেলে ভাদু বানের গুছি ভাঙিও না।
একটি গুছি ভাঙ্গলে পরে পাঁচসিকা জরিমানা।।"[১০]

এভাবে কন্যারূপী দেবী ভাদুকে নিয়ে তৎকালীন সমাজে সাধারণ জীবনের নানা সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, হাসি-কান্না-আনন্দ ঘিরে গান রচনা শুরু হয়। যার চর্চা একটি নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; তবে সময়ের তালে তালে সমাজ সভ্যতা যতই এগিয়েছে; ততই প্রসারিত হয়েছে ভাদুর মাহাত্ম্য; এসেছে নানান প্রসঙ্গ। বাৎসল্যের বর্মাবৃত ভাদু ধীরে ধীরে বর্মোন্মোচন করে গ্রাম থেকে শহরের দিকে এগিয়েছে। বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর রাচি, হাজারীবাগ, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে দলে দলে মানুষ কৃষিকাজের পাশাপাশি আর্থিক স্বচ্ছলতার কারণে ভাদুগানকে দ্বিতীয় পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছে। ফলে ওই সমস্ত দলের হাত ধরে ভাদুগানের বিবর্তন শুরু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। দলগুলির মধ্যেই দেখা দিয়েছে প্রতিযোগিতা; কে কতটা ভালো গান বাঁধতে পারে, কে কতটা জায়গা দখল করতে পারে। পেশাদার হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করাই তাদের লক্ষ্য। ফলে সাধারণ এবং উচ্চশ্রেণির আনন্দ উপভোগের জন্য, বিনোদনের জন্য তারা অতীতের ঘটনার পাশাপাশি সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া নানা ঘটনাকে

গানের বিষয় নির্বাচন করে; সবকিছুর মধ্যে ভাদুর উপস্থিতিকে দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে ভাদুর কাছে আবেদন-নিবেদন, অভিযোগ এবং প্রার্থনাও করেছেন; তা তাদের গানের সুরেই স্পষ্ট হয়েছে। এখানে লাভপুর ব্লকে অবস্থিত কয়েকটি ভাদু দলের পরিচয় দেওয়া যাক;

১। সুরুলিয়া মেড়াইচণ্ডী ভাদুদল, নাড়ুগোপাল মুখার্জী দলনেতা। দশজনের দল। চাষবাস করেই জীবিকা নির্বাহ করেন। তিন দশকের পুরানো দল। শুধুই লাভপুর নয়; জেলার বাইরেও দলটির বেশ পরিচিতি আছে।

২। ইন্দাস খেপাকালী ভাদুদল। দলনেতা মিঠুন দাস। মোট সদস্য সংখ্যা নয়। জীবিকা চাষবাস। ভালোবাসার টানে প্রায় আঠারো বছর ধরে ভাদুগানের চর্চা করে চলেছে।

৩। রাখীপূর্ণিমা ভাদুদল(আঁকপুর)। দলনেত্রী হলেন ছন্দশী ধীবর। দশ জনের দল। সকলেই গৃহবধূ। লোকজ শিকড়কে আঁকড়ে আছেন প্রায় আট বছর ধরে যুক্ত।

৪। কাদোয়া ভাদু সম্প্রদায়। দলনেতা বাবু বাগদী। সঙ্গে আছেন আরও আট জন। জীবিকা চাষবাস। ক্ষীণকায় লোকসংস্কৃতির এই ধারাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য লড়াই করে যাচ্ছেন প্রায় দু-দশক ধরে।

৫। ইন্দাস ইন্দেশ্বর ভাদুদল। মহাদেব দাস দলের প্রধান। দলে মোট দশ জন। পেশায় সকলেই চাষি। অল্পদিনের অভিজ্ঞতা। শৌখিনতার বশে এর সঙ্গে যুক্ত।

৬। সুরুলিয়া মাকালী ভাদুদল। দলনেতা রণজিৎ বাগদী। সঙ্গী ছ'জন। চাষবাস বা দিনমজুরি করে দিন চলে। শিকড়ের অস্থিত্ব বজায় রাখতে যুক্ত রয়েছেন প্রায় ছ-সাত বছর ধরে।

এর বাইরেও ছোটোখাটো দল রয়েছে এই অঞ্চলে। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে কীভাবে ভাদুগানে বহুমাত্রার সংযোজন ঘটেছে, তা আমরা এই গবেষণা পত্রে লাভপুরের একটি দল ও একজন শিল্পীর রচিত গানে দেখানো চেষ্টা করবো।

কন্যাসন্তান বড় হওয়ার সাথে সাথে বাবা-মায়ের মনে দুশ্চিন্তা স্থায়ীভাবে জায়গা করে নেয়, যতক্ষণ না পর্যন্ত কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রস্থ করা যায়। তাই কন্যার বয়স এবং তৎকালীন সমাজে প্রচলিত পণপ্রথা তাদের ভয়ের কারণ। ওই দুই বিষয় সম্পর্কে বাবা-মা কতটা সচেতন তা বলা সম্ভব নয়; তবে সেই সচেতনতার কথা ভাদুশিল্পীর সুরে দেখা দিলো, -

১

"আমার ভাদুর বিয়ে দেব, দেরি করবো না,
এত বড় মেয়ে ভাদু ঘরে রাখা চলে না।
ভাদুর বাবা গিয়ে এলো গো দিন দিয়ে,
ভাদুর বাবা ফিরে এলো মামা সাথে লয়ে।

৩

পরদিন সকালে ভাদুমণিকে দেখলে
পছন্দ করে এ কথাটি বলে-
পাঁচলাখ টাকা ছাড়া বিয়ে হবে না
আমার ভাদুর বিয়ে দেব, দেরি করবো না,
এত বড় মেয়ে ভাদু ঘরে রাখা চলে না।

ক্ষুদিরাম বলে ভাদু হাম ভেবে মরি
ভাদুর বিয়ে দিতে হলে জমি বিক্রি করি।
দুবিঘা জমি বিচে টাকা হলো না
এত বড় মেয়ে ভাদু ঘরে রাখা চলে না।"[১১]

যে কারণে ভাদুর পিতা ক্ষুদিরামের দুশ্চিন্তা, সেই চিন্তা একবিংশ শতাব্দীতে জন্ম নেওয়া কন্যার পিতারও। ওই পণপ্রথা নামক গরলকে আজও আমরা ত্যাগ করতে পারিনি, যা আমাদের কাছে সুখকর নয়। এই সচেতনতার পাশপাশি ভাদুশিল্পীরা ভারতবাসী তথা বঙ্গবাসীকে তাদের স্বাধীনতার ইতিহাসকে স্মরণ করান, -

"এই ভারতের স্বাধীনতা, কত ব্যথার অবদান, হায়গো-
দেশের তরে ওগো ভাদু গেল কত প্রাণ- হায়গো-
বিনয় বাদল দীনেশ, শহিদ ক্ষুদিরাম,
বাঘাযতীন সুর্য্য ভগৎ অভিরাম
মাতঙ্গিনী হাজরা জীবন করে দান- কত ব্যথার অবদান—
অবশেষে স্বাধীন হয়, ভারতমাতা
ঘুচলো নেতাজীর, পরাধীনতা
জানা নাহি গেল তাঁহারো সন্ধান- হায়গো
কত------" (গণপতি ঘোষ,লাভপুর, বীরভূম)

এই গানে স্বাধীনতার যে যন্ত্রনা, বিনয়-বাদল- দীনেশের জীবন বলিদানের কথা যেমনই তাদের সুরে ধরা পড়েছে, তেমনই ভারত যে রাজতন্ত্রে নয়, সৈরাতন্ত্রও নয়, একটি গণতন্ত্রের দেশ হয়েও স্বেচ্ছাচার, দলাদলিতে মানবতা যখন একেবারে খান খান অবস্থায় দাঁড়িয়ে; এমন পরিস্থিতে তারা গান বেঁধেছে, -

"গণতন্ত্রের এই দেশ মুখেতে বলি
স্বেচ্ছাচারে মত্ত, কত দলাদলি,
ভুলণ্ঠিত হচ্ছে, মানবের সম্মান । (যায়গো)
কত ব্যথা-----" (গণপতি ঘোষ, লাভপুর, বীরভূম)

আবার, ভারত-পাকিস্থানের ১৯৯৯ এর কার্গিল যুদ্ধের প্রসঙ্গ এবং যুদ্ধ চলাকালীন যুদ্ধক্ষেত্রে সাধারণের প্রবেশ যে একেবারে নিরাপদ নয়; সেই সর্তকতার বার্তা নিয়ে ভাদুশিল্পীরা গান ধরেছে,-

"ও লেগে যায়, লেগে যায় রে, দারুণ লড়াই ভারত-পাকিস্থান
ঘুরতে যেয়ো না ভাদু এখন কাশ্মীরে।
চলছে সেথায় গোলাগুলি, ফাটছে সেথায় বোম
ও লেগে যায়, লেগে যায় রে, দারুণ লড়াই ভারত-পাকিস্থান।"[১২]
(গণপতি ঘোষ, লাভপুর, বীরভূম)

আবার, দু দেশের সীমানা সম্পর্কে দুই রাষ্ট্রপ্রধানকে সতর্কও করেছেন তারা, -

"নিজের নিজের সীমানা সব লেখা রয়েছে

পাকিস্থান আজ ভারতবর্ষের জায়গায় ঢুকেছে।
ও লেগে যায়, লেগে যায় রে, দারুণ লড়াই ভারত-পাকিস্থান।"[১৩]

(গণপতি ঘোষ, লাভপুর, বীরভূম)

ঐ প্রসঙ্গে তাদের গানে এসেছে ভারতে জঙ্গি প্রবেশ এবং জঙ্গিদের অসামাজিক কার্যকলাপের কথাও, -

"আসে কত জঙ্গি, নানা ভঙ্গি করে
অশান্তি আনলে, ভারত মাতা পোড়ে,
কে করিবে, মোদের প্রতিরক্ষা- (হায় গো)
কত ব্যথা------"[১৪] (গণপতি ঘোষ, লাভপুর, বীরভূম)

সাম্প্রতিক ঘটেছে এমন ঘটনা যা বিশ্ববাসী তথা সমগ্র ভারতবাসীর জীবনকে স্তব্ধ করে দিয়ে; একেবারে চার দেওয়ালের মধ্যে প্রায় দু-বছর বন্দী করেছিল। বিশ্ব অর্থনীতিকে কোণ ঠাসা করেছে, আজও সেই ভয়ে সবাই ভিত। যা আমাদের কাছে করোনা ভাইরাস নামে পরিচিত। জনসাধারণকে সচেতন করতে ভাদুশিল্পীরা সুর বেঁধেছে,-

"মাতা পিতা মরে,
পাড়াপর্শি মরে করোনাই।
দূরে থেকে অশ্রু ঝরাও,
কাছে যাওয়ার উপায় নাই।
এমন ভাইরাস এলো দেশে,
সদায় লাগে ভয়। এবার----------।
রাজ্য কেন্দ্র এক হয়ে লড়ে যাচ্ছে তারা,
কি উপায়ে করোনাকে করবো দেশ ছাড়
এই ভাবে কি ঘরের ভিতর বন্দী থাকা যায়।
সমাজ বদ্ধ জীব আমরা সবাই সজাগ থাকো,
করোনাকে অবহেলা কেউ করো না কো,
মহামারীর দারুন কোপে বিশ্ব ভেসে যায়।"[১৫] (নাড়ুগোপাল মুখার্জী, লাভপুর, বীরভূম)

এই কঠিন সময়ে একদল সুবিধাভোগী মানুষ নিজেদের আখের গুছাতে তারা কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে মাঠে। তাদের স্বার্থপরতাকে জানান দিতে গান বাঁধা হলো, -

"দেশ-বিদেশের আদান-প্রদান বন্ধ হয়ে গেল,
এই সুযোগে মহাজনেরা মজা লুটে নিল,
গরীব দুখী কি যে দুর্ভোগ দিন চালানো দায়।"[১৬] (নাড়ুগোপাল মুখার্জী,লাভপুর, বীরভূম)

এরূপ মহামারী থেকে পরিত্রান পেতে তারা ভাদুর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন, -

"তোমার কাছে এই মিনতি, ওগো ভাদুমণি
মরণ রোগ করোনাকে রুখে দাও গো তুমি
দেশ-বিদেশের মৃত্যুর মিছিল দেখা নাহি যায়।"[১৭] (নাড়ুগোপাল মুখার্জী,লাভপুর, বীরভূম)

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শান্তিনিকেতনের কথা ভাদুকে জানাতে ভাদুশিল্পীরা লিখলেন, -

"বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ,
সুনাম আছে যার বিশ্বজুড়ে।
ও ভাদু গো জানাই তোমারে।
সৃজিলেন যিনি শান্তিনিকেতন,
পবিত্র সাধকের সাধনার আশ্রম
যদি চাও গো জুড়াতে জীবন
চলো বোলপুরে, ও ভাদু গো -----।"[১৮] রচয়িতা- (গণপতি ঘোষ, লাভপুর, বীরভূম)

একিই ভাবে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার নিয়ে তারা সুর বাঁধলেন, -

"রচনা তাহার গীতাঞ্জলি বিশ্বের দুয়ার দিলো খুলি,
পায় গো কবি শ্রদ্ধাঞ্জলি বিশ্বের দরবারে।
সাহিত্য রচনায় নোবেল পুরস্কার,
ভারতবাসীর গর্ব সবার।
রবির ছবি ফূটলো এবার সবার অন্তরে ওগো -----"[১৯]

রচয়িতা- (গণপতি ঘোষ, লাভপুর, বীরভূম)

এখানেই তারা ক্ষান্ত হননি, নারী নির্যাতন এবং ধর্ষণের মতো ঘটনার কথাও ভাদুশিল্পীরা তাঁদের গানের বিষয় হিসাবে নির্বাচন করে; তারা লিখলেন সেই ধর্ষিত মেয়ে তাপসীর কথা, -

"করুণ এক কাহিনি শুনাবো ভাদুমনি,
শুনিলে নয়নে বারি ঝরে।
অকালে চলে গেলি হায়রে তাপসী,
বেদনায় ফুলো দলো ঝরে পড়ে।।
সিঙ্গুর গ্রামে কত হলো বাকবিতন্ডী,
বিরোধীগণে তোরে সাজায় শিখন্ডী।"[২০]

রচয়িতা- (গণপতি ঘোষ, লাভপুর, বীরভূম)

সাঁওতাল জাতির বীরত্বের কথা বলতে গিয়ে ভাদুশিল্পীরা সিধু ও কানুর বীরগাথার কথা বলেন এভাবেই, -

"শোন ভাদুমনি তোমারে শুনাবো,
সিধু কানুর কাহিনি।
সাঁওতাল ঘরের ছেলে তারা গো,
ওগো ইতিহাসে আছে জানি,
বীর যোদ্ধা ছিল তারা, বলছি মোরা সত্য বাণী।"[২১]

রচয়িতা- (গণপতি ঘোষ, লাভপুর, বীরভূম)

বাংলা ১৪১৭ সালের ২রা শ্রাবণ সাঁইথিয়া রেলস্টেশনে রাত দু-টোয় উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস ও বনাঞ্চল এক্সপ্রেসের মধ্যে যে দুর্ঘটনা ঘটে; সেই মর্মান্তিক ও ভয়ঙ্কর দৃশ্যের কথা ভাদুশিল্পীরা তাদের গানের মধ্যে স্মৃতি করে রাখতে তারা লিখলেন, -

"বিধাতারই লিখন কে করিবে খন্ডন,
আছে যাহা লেখা কপালে (২)
২রা শ্রাবণ সতেরো সাল, সাঁইথিয়া স্টেশনে,
গভীর রাতে দুর্ঘটনা, ঘটল ২টি ট্রেনে।
দাঁড়িয়ে থাকা বনাঞ্চলে, উত্তরবঙ্গ ধাক্কা মারলে,
শত শত তাজা প্রাণ যায় চলে (২) বিধাতারই...।"[২২]

(নাড়ুগোপাল মুখার্জী,লাভপুর, বীরভূম)

আবার, বন্যা ও খরার প্রভাবে মানুষ যে কতটা অসহায়, তা ঘটা মাত্রই আমরা অনুমান করতে পারি; সেই অসহায়তা থেকে উদ্ধার পেতে ওই অসহায়তার কথা ভাদুশিল্পীরা ভাদুকে অনুরোধের সুরে জানাচ্ছেন,-

(কেন) এমন হলো ওগো ভাদু, পুড়ে মরি অনলে,
কি দুর্দশা হবে মোদের বর্ষা না আসিলে।
জল বিহনে প্রাণ যে যায়, নদী-নালা পুকুর শুকায় (২),
ধানের জমি রইল পতিত (২) টান পড়িল খাবার জলে।"[২৩]

(নাড়ুগোপাল মুখার্জী, লাভপুর, বীরভূম)

এছাড়াও ভাদুশিল্পীদের খাতা ভরে উঠেছে, - 'গ্রাম ও শহরের দৈনন্দিন জীবনে মশার উৎপাতের কথা,' 'ভোটের প্রচার ও রেশন ব্যবস্থায় দুর্নীতির কথা,' 'সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের জমি আন্দোলনের কথা', 'আধুনিক উশৃঙ্খল নারীর সমালোচনার কথা', রবীন্দ্রনাথের নাইট উপাধি প্রাপ্তি ও ত্যাগের কথা,' ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাথে সিধু, কানুর সাঁওতাল বিদ্রোহের কাহিনি,' 'রাজনৈতিক নেতাদের নানান দুর্নীতির প্রসঙ্গ,' 'সবুজ সাথি প্রকল্পের কথা,' 'দেশে খরা দেখা দিয়েছে, বর্ষা না হলে চাষ সম্ভব নয়, তাই বর্ষার বৃষ্টির জন্য সাধারণ মানুষের জন্য ভাদুর কাছে তাদের প্রার্থনা কথা,' ইত্যাদি ঘটনা ভাদুর কাহিনিতে খুব সহজে যুক্ত হয়েছে। আর ওই গানগুলিকে বিভিন্ন আধুনিক এবং লোকগীতির সুরে (ডাকসুর-ভাদু গানের প্রকৃত সুর, এই পৃথিবীর পান্ত শালাই- আধুনিক গানের সুর, কলিজাতে দাগ লেগেছে- লোকগীতি, মরমিয়া তুমি চলে গেলে- আধুনিক গানের সুর, জীবন যদি দীপ- আধুনিক গানের সুর, চৈৎমাসের ছেঁড়াতেনা- লোকগীতি, ভাদ্রমাসের ডাক সুর, ভালোবেসে ভিক্ষারি-লোকগীতি, হে নিগমানন্দ-লোকগীতি, কেন ভালোমন্দের বিচার করে কাটালি সারা জীবন- লোকগীতি) প্রভৃতি সুরে আজও ভাদুদলের শিল্পীরা একিই ভাবে তালিম দিয়ে চলেছে।

তবে একথা অবশ্যই বলতে হয়, প্রতিটি দল নিজস্ব রুচিবোধ থেকে জনসাধারণের কাছে ভাদুকে আকর্ষনীয় করে তুলতে এরকম বিচিত্র ঘটনাকে গ্রহণ করেন। অর্থাৎ ভাদু কাহিনির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কন্যাকে হারানোর যে যন্ত্রনা তা থেকে একটু মুক্তি এবং সকল প্রজার মধ্যে ভদ্রাবতী বা ভাদুকে বাঁচিয়ে রাখা এবং সন্তান বাৎসল্যের ভালোবাসাকে স্মরণ করা। একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে ভাদুর অবস্থান সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে ভাদু বিভিন্ন দলের হাত ধরে বিবর্তনের পথে এগিয়েছে এবং নানান ঘটনার সমাহারে

ভাদু পুষ্টিলাভ করে অন্য ভাদুতে পরিণত হয়েছে। ভাদ্র মাসে ভাদু শিল্পীদের হাতে চাষের কাজ না থাকায়, তারা বিচিত্র ঘটনার প্রেক্ষিতে তৈরি গান নিয়ে শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়ায় এবং শহরবাসীর মনের মতো গান শুনিয়ে বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করে।।বীরভূম জেলার কয়েকজন শিল্পীর সাক্ষাতে জানা যায়, তারা প্রতিবছর ভাদ্রমাসের প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত বোলপুর, সিউড়ি, রামপুরহাটের মতো শহরাঞ্চলে দশ, বিশ, একশো এবং পাঁচশো টাকা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে গান করে]। এভাবে গ্রাম থেকে বিভিন্ন ভাদুদল উপার্জনের আশায় শহরে পৌঁছায়। গানের মাধ্যমে শহুরে শিক্ষিত মানুষের মনে একটা জায়গা তৈরি করে নেয় এবং শহরের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তারা আমন্ত্রণও পায়। আর্থিক বিনিময়ের পথে ধরে, দুলে-বাগদী ঘরের ভাদুর সাথে শহুরে মানুষের সঙ্গে পরিচিতি গড়ে ওঠে।

আবার, ভাদু কলকাতার শহরের বিনোদন জগতেও পদার্পণ করেছে। এক ভাদুশিল্পীর সাক্ষাতে জানা যায়, সাম্প্রতিককালে 'ডাকঘর' নামে একটি চলচিত্রে তারা ভাদুগানের দৃশ্যে অভিনয় করেছেন। অর্থাৎ এবার ভাদুকে নিয়ে বাণিজ্যযাত্রা শুরু হলো বিনোদন জগতে। চলচিত্র নির্মাতাদের মধ্যে দেখা গেল বাজার তৈরির একটা প্রবণতা। এবং কলকাতার বুকে গড়ে উঠেছে প্রতিযোগিতামূলক মঞ্চ, যেমন 'জি-বাংলা টেলিভিশন', সেখানে শিল্পীরা লোকসংগীতকে নিয়ে প্রতিযোগী বা আমন্ত্রিত শিল্পী হিসাবে যোগদান করেন। এক্ষেত্রে যেমন লোকসংগীতের সাথে শহুরে মানুষের একটা আত্মিক পরিচয় হচ্ছে, তেমনি একশ্রেণির মানুষ ওই প্লাটফর্মকে বাণিজ্যিক প্লাটফর্ম হিসাবে ব্যবহারও করছে। এখানে প্রয়াত লোকশিল্পী কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্যের কথা খুব স্মরণীয়; তিনিও লোকগীতির সেই আদিমতার সুর শহুরে শিক্ষিত সমাজের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টায় সাফল্য অর্জন করেছিলেন; তেমনই রেডিও ও টিভিতে সম্প্রসারণের জন্য রেকর্ড করা হয়েছে লাভপুরের সুরুলিয়া মেড়াইচণ্ডী ভাদুদলের দলনেতা নাড়ুগোপাল মুখার্জীর দলগত কণ্ঠে গাওয়া ভাদুগান; সেই গানগুলির সময়কাল ও তার পরিচয় নিম্নে দেওয়া হলো,-

১। 'মোরা ভাদুর গানের মাঝে জানাই ভাদুর পরিচয়, বড়ো দুঃখের বিষয়।'- ২০১৪ সালে রেডিওতে রেকর্ড করা হয়। (এই গানে ভাদুর জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, প্রভৃতির পরিচয় আছে)
২। 'দরদিয়া ভাদু মরমিয়া, পরমা রূপসী রাজকুমারী।' - ২০১৬ সালে রেডিওতে রেকর্ড করা হয়।
৩। 'ভাদু বটে গো বটে গো কলির নারী, সে যে কুঁচিয়ে পরেছে শাড়ী'।,,
৪। 'আমরা বড়ই ব্যথা পাই, জানাতে ভাদুর পরিচয় ...'। ২০১৭ সালে রেডিওতে রেকর্ড করা হয়।
৫। 'কত ডাকি ভাদু তোরে আয় ফিরে আয়।' ২০১৮ সালে টিভিতে রেকর্ড করা হয়।
৬। 'আমার ভাদু মনিরে কথায় ঝরে মধুরে'। ২০১৮ সালে রেডিও ও টিভিতে রেকর্ড করা হয়।
৭। 'কেমন করে বলবো ভাদু, আমি তোমার সজনা/ তোমার ছাড়া আমার কিছু ভালো লাগে না'। ২০১৯ সালের জানুয়ারী মাসে রেডিওতে সর্ট রেকর্ড করা হয়।
৮। 'আমরা ভাদুর পরিচয় জানাই ভাদুর গানে'। - ২০২৩ সালে ১২ই সেপ্টেম্বরে রেডিওতে রেকর্ড করা হয়।

আবার এদিকে, নাট্য জগতেও ভাদুর আগমন ঘটেছে। লেখা হলো 'ভদ্রজা', 'ভাদু কথা', 'বগলো বায়েন' এর মতো নাটকগুলি। তবে 'বগলো বায়েন' নাটকের একটিমাত্র দৃশ্যে ভাদুগানের দৃশ্য দেখানো হয়েছে। এভাবে নাটক মঞ্চস্থের মাধ্যমে ভাদু পৌঁছে যাচ্ছে গ্রাম থেকে শহুরে মানুষের মনের কাছে। এখানেও সেই বাজার তৈরি করা এবং মুনাফা অর্জনের একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নাটকের পাশাপাশি

কাব্য-কবিতাতেও ভাদুর প্রসঙ্গ এসেছে খুব স্বাভাবিক ভাবে। আমরা যদি এভাবে ভাদুর বিবর্তনকে দেখি, তাহলে উত্তর-আধুনিকতার যে যে বৈশিষ্ট্য তা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। অধ্যাপক অমিতাভ চক্রবর্তী তাঁর 'পোস্টমডার্ন ভাবনা ও সাহিত্য' প্রবন্ধে অনির্ণয়তা, আপেক্ষিকতা, এবং সংকরত্ব প্রভৃতিকে উত্তর-আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন। এখানে অনির্ণেয়তা এবং সংকরত্ব দুটি বৈশিষ্ট্য ভাদুগানের ক্ষেত্রে খুব প্রযোজ্য, কারণ ভাদুগান একটি কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ নেই এবং যে উদ্দেশ্য নিয়ে ভাদুর পথ চলা শুরু; সেই বিষয় থেকে বেরিয়েছে এবং তাতে বহুবিষয়ের সমাবেশও ঘটেছে। যা উত্তর-আধুনিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, কোনো সম্প্রদায়ের পরব বা উৎসব ওই সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে তেমনটি নয়; তা ধীরে ধীরে একটা সার্বত্রিক রূপ ধারণ করেছে। তেমনই তার মধ্যে ধীর গতিতে বিবর্তনও দেখা দিয়েছে, দেখা দিয়েছে সংকরত্বের; যা উত্তর-আধুনিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অধ্যাপক পবিত্র সরকার তাঁর 'উত্তর-আধুনিকতা ও তৃতীয় বিশ্ব' প্রবন্ধে ডেভিড হার্ভের পোস্টমর্ডান কন্ডিশন ব্যাখ্যার কথা বলেছেন। হার্ভে বলেন, -"এই সদ্যতন ধনতন্ত্রবাদের বাজার যেমন নানা জায়গায় বহুলভাবে ছড়িয়ে গেছে বহুজাতিক সংস্থার কল্যাণে, তেমনি উৎপাদন-উৎসও আর এক কেন্দ্রে বা একটিমাত্র দেশে সীমাবদ্ধ নেই।"[১৬] অর্থাৎ পণ্যের মতো মানুষের সংস্কৃতিও আস্তে আস্তে নিজের সীমানা অতিক্রম করে ঢুকে পড়ছে অন্যের সংস্কৃতিতে; অন্য রাজ্যে, অন্য দেশের সীমানায়। আবার, অধ্যাপক পবিত্র সরকার তাঁর ওই প্রবন্ধে আধুনিকতাকে প্রত্যাখ্যান করে কীভাবে উত্তর-আধুনিকে উত্তরণ ঘটছে, তা বলতে গিয়ে তিনি উত্তর-আধুনিকের দুটো চিন্তার কথা বলেছেন,- "একদিকে একটা বৃহৎ ও প্রভুত্বপ্রতাপী কেন্দ্র থেকে সরে গিয়ে margin বা প্রান্তিকতায় নির্বাসিত যে-সব অভিজ্ঞতা ছিল, ইউরো-কেন্দ্রিক বা পাশ্চাত্য বিশ্বভাবনা বৃত্তের বাইরে যে জগৎ পড়ে ছিল, তাকে গ্রহণ করার একটা ইচ্ছা। আর একটা হল, শিল্পীর বা স্রষ্টারও প্রভুত্ব বা authority বিলোপ।"[১৭] অনুরূপ ভাবে উত্তর-আধুনিকতার উক্ত দুই চিন্তা ধারায় ভাদুগান, একিই ভাবে নিজেরদের জগৎ থেকে বেরিয়ে বাইরের জগৎকে গ্রহণ করেছে। এবং বিশেষ করে ভাদুগানের ক্ষেত্রে অধ্যাপক পবিত্র সরকারের দ্বিতীয় চিন্তাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, যে উদ্দেশ্য নিয়ে ভাদুর পথ চলা শুরু হয়ে ছিল, সেই উদ্দেশ্যের প্রায় বিলোপ হয়েছে এবং তার মধ্যে একটি সার্বত্রিক রূপও ধরা পড়েছে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্যের মহাশয়ের কথা বলা খুবই প্রয়োজন; কারণ, তিনি বলেছেন,- "উত্তরআধুনিকতা একটা প্রাকৃতায়নের কথা বলে। একটা সাংস্কৃতিক পুনর্নির্মাণের কথা বলে।...। কিন্তু আমাদের পালের হাওয়া কেড়ে নিয়ে ইউরোপীয়ান বা মার্কিন পোস্টমডার্নিজমও এক ধরনের totalisation এর কথা বলছে।"[১৮] অর্থাৎ প্রাকৃতায়ন এবং বিনির্মাণের পথ ধরে ভাদুগান এবং অন্যান্য লোকজ সংস্কৃতিগুলি নগরায়নের সাথে সাথে উত্তরআধুনিকতা বা পোস্টমডার্নিজম এর পথে এগিয়ে যাচ্ছে, তা বলাই বাহুল্য।

তথ্যসূত্র:

১। ভট্টাচার্য, সুভাষ, 'সংসদ বাংলা অভিধান', সাহিত্য সংসদ, ২০০৯ (চতুর্দশ মুদ্রণ), কলকাতা, পৃ-৭৬৪
২। করণ,শ্রীসুধীর কুমার,'সীমান্ত বাঙলার লোকযান',এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃলিঃ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ,কলিকাতা- ১২,পৃ-১৪৫
৩। তদেব, পৃ- ১৪৮
৪। তদেব, পৃ- ১৪৬

৫। তদেব, পৃ- ১৪৯
৬। তদেব, পৃ- ১৪৬
৭। বিশ্বাস, মিলনকান্তি, 'প্রসঙ্গ লোক সংস্কৃতি' বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৪, কলকাতা-৬, পৃ-৮৫
৮। করণ,শ্রীসুধীর কুমার,'সীমান্ত বাঙলার লোকযান',এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃলিঃ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ,কলিকাতা-১২,পৃ-১৪৭
৯। তদেব, পৃ- ১৫০
১০। তদেব, পৃ- ১৪৮
১১। বিশ্বাস, মিলনকান্তি, 'প্রসঙ্গ লোক সংস্কৃতি' বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৪, কলকাতা-৬, পৃ-৮৯
১২। তদেব, পৃ-৯০
১৩। তদেব, পৃ-৯০
১৪। সেন, সুকুমার, 'ব্যুৎপত্তি সিদ্ধার্থ-বাংলা কোষ', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি, ২০০৩, কলকাতা-১৫, পৃ-১৫৩
১৫। চৌধরী, ড. দুলাল, সেনগুপ্ত, ড.পল্লব 'লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ', পুস্তক বিপণি, ২০০৪, কলকাতা-৯, পৃ-৩১১
১৬। সেন, নবেন্দু, 'পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা', রত্নাবলী, ২০০৯, কলকাতা, পৃ-৫৮১
১৭। সেন, নবেন্দু, 'পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা', রত্নাবলী, ২০০৯, কলকাতা, পৃ-৫৮২
১৮। চৌধরী, বরুণজ্যোতি, 'আধুনিকতা আধুনিকোত্তরবাদ উত্তর আধুনিকতা তত্ত্ব ও প্রয়োগ', একুশ শতক, ২০১২, কলকাতা, পৃ-৩১৯-৩২০

গ্রন্থপঞ্জি:

১। করণ, শ্রীসুধীর কুমার,'সীমান্ত বাঙলার লোকযান', এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃলিঃ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ, কলিকাতা।
২। সেন, সুকুমার, 'ব্যুৎপত্তি সিদ্ধার্থ-বাংলা কোষ', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি, ২০০৩, কলকাতা।
৩। চৌধরী, ড. দুলাল, সেনগুপ্ত, ড.পল্লব 'লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ', পুস্তক বিপণি, ২০০৪, কলকাতা।
৪। দাস, বেলা, চৌধরী, বিশ্বতোষ, 'বিশ্বায়ন ও লোকসংস্কৃতি', অর্পণা বুক ডিস্টিবিউটার্স, ২০১৩, কলকাতা।
৫। চক্রবর্তী, বরুণকুমার, 'লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধানে', পুস্তক বিপণি, ১৯৯৯, কলকাতা।
৬। সেনগুপ্ত, পল্লব, 'লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ', পুস্তক বিপণি, ১৯৯৫, কলকাতা।
৭। বিশ্বাস, মিলনকান্তি, 'প্রসঙ্গ লোক সংস্কৃতি', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৪, কলকাতা।
৮। সেন, নবেন্দু, 'পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা', রত্নাবলী, ২০০৯, কলকাতা।
৯। চৌধরী, বরুণজ্যোতি, 'আধুনিকতা আধুনিকোত্তরবাদ উত্তর আধুনিকতা তত্ত্ব ও প্রয়োগ', একুশ শতক, ২০১২, কলকাতা।
১০। ঘোষ, সুবোধ, 'ভারতের আদিবাসী', ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোঃ লিঃ ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।
১১। চট্টোপাধ্যায়, সৌগত, 'লোকজসংস্কৃতি', ক্রান্তিক প্রকাশনী, বইমেলা সংখ্যা, ১৪৩০।
১২। https://inscript.me/history-of-panchakot-royal-family-can-fascinate-even-today

১৩।https://www.anandabazar.com/editorial/panchkot-raj-and-civilization-of-manbhum-1.954663

১৪।https://purulia.gov.in/bn/%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%B8%E0%A6%BF/

১৫।https://www.thewall.in/lifestyle/lifestyle-travelogue-paye-paye-bangla-purulia-kashipur/

১৬।https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%93%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2

১৭।https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%87_%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%9A